প্রথম আলো

তারিখ 0 8 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম 2

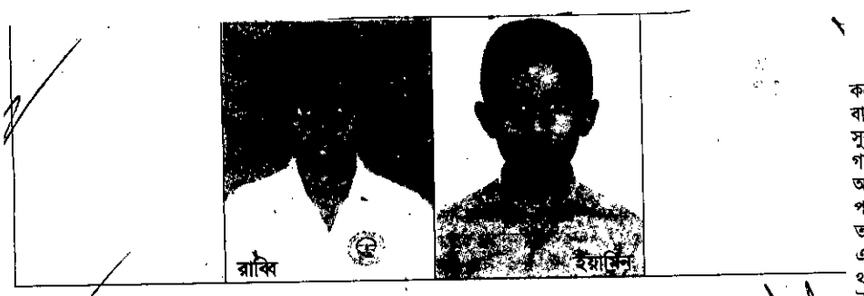

ঘুষ না দেয়ায় ৪ স্কুলছাত্রকে পিটিয়ে পুলিশের মামলা

মিথ্যা বয়স দেখিয়ে রিমান্ডে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন

দাবি ৫ লাখ টাকা ঘুষ ধার করে পরিবার দিতে পেরেছে সাড়ে ২৩ হাজার টাকা

পুরো টাকা না পেয়ে নির্যাতন চালায় : পরিবার

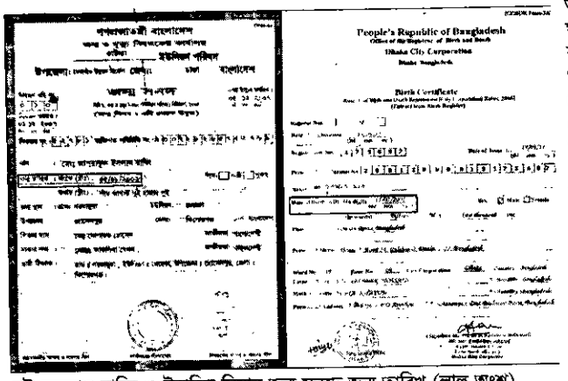

দুই স্কুলছাত্র রাব্বি ও ইয়ামিন মিয়ার জন্ম সনদে জন্ম তারিখ (লাল অংশ)

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীর গুলশান মডেল স্কুলের ৪ ছাত্রকে পুলিশ বেধড়ক পিটিয়েছে। শুধু তাই না পুলিশের দাবিকৃত পাঁচ লাখ টাকা ঘুষ দিতে অস্বীকার করায় গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের বয়স বাড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় দ্রুতবিচার আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত ১৮ জানুয়ারি এ মামলা (নম্বর-২৪) দায়ের করা হয়। আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুতবিচার আইন-২০০২) আদালত থেকে তাদের রিমান্ডে নিয়েও নির্যাতন চালানো হয়েছে। পুলিশের নির্যাতনে চার ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে তারা জামিনে রয়েছে। চার শিশু ছাত্রের বয়স ১৩ থেকে ১৪ বছর। তারা নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র। তারা এই মামলায় ৬ দিন জেল খেটেছে। শিশুদের পরিবার থেকে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। অন্যদিকে গুলশান পুলিশ কর্মকর্তারা বলেন, একজন ছাত্র একটি মোবাইল ছিনতাই করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে ও তার কাছ থেকে মোবাইল উদ্ধার করে। আর তার দেয়া তথ্য মতে অন্য শিশুদের গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। তবে পরিবারের দাবি, পুলিশের অভিযোগ অসত্য, মিথ্যা। ঘুষ না দেয়ায় পুলিশ চার শিশু ছাত্রকে নিয়ে নির্যাতন চালিয়েছে। পলাতক এক ছাত্রের বাবাকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। ধারকর্জ করে দেয়া হয় ৫ হাজার টাকা। বাকি টাকার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে।

পুলিশের নির্যাতনের শিকার ছাত্ররা হলো- হৃদয় (১৩), ইয়ামিন (১৪), রাব্বী (১৩) ও লিয়ন (১৪)। তারা গুলশান মডেল স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র।

ইয়ামিনের বাবা আনোয়ার হোসেন বলেন, গত ১৮ জানুয়ারি গুলশানের ৮৪ নম্বর রোডে পুলিশের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৫

পুলিশের : মামলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কয়েকজন ছাত্র আড্ডা দিচ্ছিল। ওই দিন গুলশানের ৬৬ নম্বর সড়কের ১৪ নম্বর বাড়ির গাড়িচালক মেহেদীর একটি মোবাইল সেট হারিয়ে যায়। পূর্ব পরিচয়ের সুবাদে গাড়িচালক মেহেদীর সঙ্গে স্কুলছাত্র হৃদয়ের কথাকাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে গাড়িচালক মেহেদী হাসান বিষয়টি পুলিশকে জানায়। টহল পুলিশ স্কুল ড্রেস পরা অবস্থায় হৃদয়কে আটক করে। তাকে মারধর ও জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সে তার পরিচিত সব বন্ধুর নাম পুলিশকে জানায়।

তদন্ত না করেই শিশু ছাত্র ইয়ামিন, রাব্বী ও লিয়নকে ওই রাতেই গুলশান থানার এসআই হাবীব তাদের তিনজনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়।

থানায় নিয়ে যাওয়ার পর অভিভাবকের কাছে ৪ ছাত্রের মুক্তির বিনিময়ে ৫ লাখ টাকা দাবি করে। কিন্তু তারা পুরো টাকা দিতে না পারলেও পরে সাধ্যমতো টাকা দেয় পুলিশকে। পুরো টাকা না পেয়ে পুলিশ চরম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ঘুষ খেকো পুলিশ সাড়ে ২৩ হাজার টাকা ঘুষ দেয়ার পরও ৪ ছাত্রের বিরুদ্ধে দ্রুতবিচার আইনে মামলা দায়ের করে। এরপর আদালত থেকে ৪ ছাত্রকে ৩ দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেয়া হয়। রিমান্ডে এনে ৪ ছাত্রকে ব্যাপক মারপিট করা হয়। এর মধ্যে ছেলের জামিন চান আনোয়ার হোসেন। নিম্ন আদালতে জামিনা না হওয়ায় পরে জজকোর্টে তাদের জামিন মঞ্জুর হয়।

আনোয়ার হোসেন জানান, শিশু ইয়ামিন, লিয়ন ও রাব্বী মোবাইল সেট লুটের সঙ্গে জড়িত ছিল না। তারা ঘটনাস্থলের আশপাশে ছিল। পুলিশ কোন ধরনের তদন্ত ছাড়াই তাদের গ্রেফতার করে এবং থানায় নিয়ে নির্যাতন চালায়। গুলশান থানার ওসি সিরাজুল ইসলামের নির্দেশে গুলশান থানার এসআই হাবিবসহ কয়েকজন পুলিশ অভিভাবকের সামনে থানায় শিশুদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে।

এদিকে মামলার বাদী মেহেদী হাসান সংবাদকে মুঠোফোনে বলেন, ১৮ জানুয়ারি দুপুর দেড়টার দিকে কয়েকজন ছাত্র ও বাইরের লোকজন তাকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে ও লাথি দিয়ে তার মোবাইল ছিনতাই করেছে। তিনি বাঁশের আঘাতে রাস্তায় পড়ে যান। এ কারণে তার মানিব্যাগসহ অন্য কিছু নিতে পারেনি।

অপরাধ বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজধানীতে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনা বিরল। এটা অন্য কোন ঘটনা হতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ধারণা করা হয়েছে, পূর্ব শত্রুতার কারণে ৪ শিশু ছাত্রকে ফাঁসানো হয়েছে।০

গুলশান থানার ওসি সিরাজুল ইসলাম বলেন, শিশু ছাত্ররা একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান (এইচআরসি গ্রুপ) প্রাইভেটকার চালক মেহেদীকে মারধর করে তার মোবাইল ফোন সেট ছিনতাই করে। এ অভিযোগে তাদের গ্রেফতার ও পরে দ্রুতবিচার আইনে গুলশান থানায় মামলা নেয়া হয়। চারজনের মধ্যে একজন আদালতে ১৬৪ ধারায় ছিনতাইয়ের কথা স্বীকার করেছে। এ ঘটনায় পুলিশ তড়িঘড়ি করে আদালতে ৪ ছাত্রসহ অজ্ঞাত আরও কয়েকজনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দাখিল করেছে বলে ওসি জানান। ওসি বলেন, পুলিশ যে কাজ করেছে তা যথাযথ করেছে।

এ সম্পর্কে গুলশান থানার দারোগা হাবিবের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

গতকাল সন্ধ্যায় সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, আরও কয়েকজন ছাত্রের বাসায় গিয়ে তাদের পরিবারের কাছে ৫০ হাজার টাকা করে দাবি করছে। সাব্বির নামে একজন ছাত্রকে না পেয়ে তাদের বাবাকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তার কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবি করছে। ধারকর্জ করে ৫ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে। আরও টাকার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে।